সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা
আমাদের সুদৃঢ় প্রত্যয়।

সুস্থ-সবল জাতি চাই
পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০১৯

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

খাদ্য মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র ২০ মাঘ ১৪২৫/২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
২০ মাঘ ১৪২৫
০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বাণী

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয়বারের মত **'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস'** পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

এবারের জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে **"সুস্থ-সবল জাতি চাই, পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই"**। উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশের কাতারে আমাদের অভিযাত্রায় জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের গুরুত্ব বিবেচনায় প্রতিপাদ্যটি তাৎপর্যপূর্ণ ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্য আমাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য অতি প্রয়োজনীয় নিয়ামক। অনিরাপদ খাদ্য ক্যান্সার, কিডনিরোগ, বিকলাঙ্গতাসহ মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান সরকার জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, পুষ্টিকর খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে। এ লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির অংশ হিসেবে ০২ ফেব্রুয়ারিকে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস' ঘোষণা নিঃসন্দেহে একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্বাস্থ্যসহ কর্মক্ষম করে গড়ে তুলতে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয়ে আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উৎপাদনের মাঠ থেকে খাবার টেবিল পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাবার নিশ্চিতকরণে নিরাপদ খাদ্য আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি **জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৯ উপলক্ষে গৃহীত সকল কার্যক্রমের** সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২০ মাঘ ১৪২৫
০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বাণী

"সুস্থ সবল জাতি চাই, পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই" -এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবারের **'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস'** অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আনন্দবোধ করছি। এ দিবস উপলক্ষে মহান এ ভাষার মাসে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ ঘোষণা করেছে এবং তা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন ও নিরাপত্তা পূরণে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে, কিন্তু এ খাদ্য হতে হবে অবশ্যই পুষ্টিকর ও নিরাপদ। বাংলাদেশের জনগণকে স্বাস্থ্যসম্মত, মানসম্পন্ন, ভেজাল ও দূষণমুক্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করার জন্যই বর্তমান সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। তারই ফলশ্রুতিতে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উন্নয়নের স্রোতধারায় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ সফলভাবে কার্যে পরিণত করার মাধ্যমে জনসাধারণের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণে সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস। জনসাধারণের সচেতন উপলব্ধি ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য আইনের প্রয়োগ এবং সর্বসাধারণের জন্য পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৯ এর সফল আয়োজন বাংলাদেশে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। দেশে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার সুদৃঢ়করণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক পর্যায়ে চিহ্নিত সমস্যাবলী উত্তরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে **জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৯** বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলেও মনে করি।

এ দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)

মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২০ মাঘ ১৪২৫
০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বাণী

"সুস্থ সবল জাতি চাই, পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই"-এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দ্বিতীয় বারের মত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস। আমি এ দিবস উপলক্ষে সমগ্র দেশবাসীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

স্বাধীনতা বাঙালি জাতির মহোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেবল এই অর্জনের রূপকারই নয়; বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার গুরুদায়িত্বও পালন করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ ঘোষণা করেছে এবং তা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ইতোমধ্যে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। এখন সময় এসেছে তাঁরই নেতৃত্বে পুষ্টিমানসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চয়তা বিধানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা যা আমাদের এবারের নির্বাচনী অঙ্গীকার।

বর্তমান প্রজন্মকে কর্মমুখর রাখা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর জীবন ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের কোন বিকল্প নেই। এজন্য বর্তমান সরকার সাংবিধানিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার সংকল্প গ্রহণ করে এগিয়ে চলেছে। খাদ্য নিরাপত্তা বাস্তবায়নে খাদ্যের যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণের জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ধারাবাহিক কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ সংসদে পাশ হয়েছে এবং পরবর্তীতে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নামে একটি শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে। আমি প্রত্যাশা করছি জনসাধারণের খাদ্য চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতের লক্ষ্যে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৯ বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

খাদ্যশিল্পে বাংলাদেশের অগ্রগতির জন্য খাদ্যমান নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ এবং বিপণনসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্তভাবে জরুরি। খাদ্য ব্যবস্থাপনায় নিরাপদতার শৃংখল (Food & safety chain) রক্ষা করা এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। **জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৯** একটি যুগোপযোগী আবশ্যিক উদ্যোগ; যা সরকারের পাশাপাশি জনগণকেও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতন করে তুলবে। দেশের জনগণ নিরাপদ খাদ্য কর্মসূচিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করবে এ আমার আন্তরিক প্রত্যাশা।

আমি জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৯ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
খাদ্য মন্ত্রণালয়
২০ মাঘ ১৪২৫
০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বাণী

প্রতিবছর ০২ ফেব্রুয়ারি, জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। এবার এ দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে- **"সুস্থ সবল জাতি চাই, পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই"**। সময়ের চাহিদা এবং সার্বিক নানান মাত্রিকতায় বর্তমান প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত উপযোগী এবং উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য প্রাসঙ্গিক। আমি বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনসাধারণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ হচ্ছে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। খাদ্যকে আমরা আমাদের মৌলিক চাহিদার সর্বাগ্রে দেখতে পাই। মূলত আমাদের অস্তিত্ব খাদ্যের উপর নির্ভরশীল একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। খাদ্য নিরাপদতা তাই আমাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন খাদ্য নিরাপদতার সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে বর্তমান সরকার তাদের নির্বাচনী বিশেষ অঙ্গীকারে 'পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা'কে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছিল সরকারের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। সরকারের যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে। এখন আমাদের সামনে আরও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিত করা। একটি কর্মক্ষম, মেধাবী ও সৃজনশীল জাতি গঠনের পূর্বশর্তই হল পুষ্টিমানসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য; যা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর।

এবারের প্রতিপাদ্যটি সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রত্যয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। বর্তমান সরকার ঘোষিত ভিশন-২০২১ ও ২০৪১ এর সকল প্রত্যয় বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সুস্থ সবল জাতি। এ জন্য পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই। আমরা জানি, বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ সময় যাবত কাজ করে আসছিল। এই বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে সমগ্র খাদ্য শৃঙ্খল হতে ভোক্তার দোরগোড়া পর্যন্ত দূষণ ও ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাচ্ছিল না। এরই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার উদ্দেশ্যে 'মাদার অব হিউম্যানিটি' ও বাংলাদেশের উন্নয়নের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে এবং তাঁর যুগোপযোগী বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ প্রণীত হয় এবং এর মাধ্যমে একটি বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার গোড়া পত্তন হয়েছে।

এ দিবসটি পালনের মাধ্যমে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনাকে ধারণ করে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য বর্তমান সরকারের সকল অনুজ্ঞা ও অঙ্গীকারের সফল বাস্তবায়নের পথে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমরা আশা করি বাংলাদেশের জনসাধারণের জনসচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বর্তমান দিবস ও প্রতিপাদ্য যথার্থ ভূমিকা পালন করবে।

আমি জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০১৯ এ সকলকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ মাহফুজুল হক

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার

অধ্যাপক ড. মোঃ ইকবাল রউফ মামুন
সদস্য, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ আজ এক বিস্ময়কর উন্নয়ন ও অগ্রগতির উদাহরণ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশকে পেছনে ফেলে লাল-সবুজের এই বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অদম্য। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিলো একটি সুখী, সমৃদ্ধ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলার। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রত্যয়ে একটি সুস্থ-সবল, মেধাবী ও কর্মক্ষম জাতি গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরই ফলশ্রুতিতে দেশ আজ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে। আমরা জানি, জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান ও সুষম পুষ্টি নিশ্চিত করে সুস্থ-সবল একটি জাতি গঠনের পূর্বশর্ত হলো নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেই বর্তমান সরকার দেশের জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত, ভেজালমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে যুগান্তকারী নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করেন। আইনটি ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে কার্যকর হয় এবং ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে এই আইনের আওতায় একটি জাতীয় বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব, রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়ারকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা মূলত একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে মাঠ থেকে খাবার পাত পর্যন্ত খাদ্য শৃংখলের প্রতিটি ধাপে সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়। এ কারণেই নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩-এর শুরুতেই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নরূপ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

রূপকল্প: জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য।

অভিলক্ষ্য: নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, খাদ্যশিল্প ও খাদ্যব্যবসায়ী এবং সুশীলসমাজকে সাথে নিয়ে যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত বিধি-বিধান তৈরি, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন শৃঙ্খল পরিবীক্ষণ এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে ভোক্তার জীবনমান ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

খাদ্যে ভেজাল বা দূষণ

খাদ্যে ভেজাল মেশানোর প্রবণতা শুধু বাংলাদেশ নয়, এই ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে আদিকাল থেকেই একটি অপসংস্কৃতির অংশ হিসেবে রয়ে গিয়েছে। দুধে পানি মেশানো এর একটি অন্যতম উদাহরণ। কিছু অসৎ খাদ্য ব্যবসায়ীদের অতিমাত্রায় লোভ এবং ভোক্তা সাধারণকে প্রতারিত করে রাতারাতি ধনী হবার প্রবণতা খাদ্যে ভেজাল দেয়ার মূল কারণ। অন্যদিকে খাদ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণে উৎকৃষ্ট পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ না করার কারণে খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন রাসায়নিক ও অণুজৈবিক দূষক দ্বারা দূষিত হয়ে পড়ছে। এই দূষণের মূল কারণ মাঠ পর্যায়ে খাদ্য উৎপাদক এবং শিল্পকারখানায় খাদ্য প্রক্রিয়াকারকদের অজ্ঞতা ও সচেতনতার অভাব। শুধুমাত্র উৎপাদক বা প্রক্রিয়াকারক নয়, আমাদের নিজেদের তথা জনগণের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ পদ্ধতিতে খাদ্যপণ্য রান্না, সংরক্ষণ ও পরিবেশনের ব্যাপারে অসচেতনতা বা অজ্ঞতার কারণেও ক্ষেত-এ উৎপাদিত একটি নিরাপদ খাদ্য খুব সহজেই আমাদের পাতে এসে অনিরাপদ হয়ে যেতে পারে।

প্রকৃত অবস্থা কি?

এ কথা অনস্বীকার্য যে আমাদের দেশের উৎপাদিত এবং প্রক্রিয়াজাত যত ধরণের খাদ্যপণ্য বাজারজাত হয়ে থাকে, তাঁর সবটুকু শতভাগ নিরাপদ নয়, যা মানুষ নিশ্চিন্তে বা নির্ভয়ে খেতে পারবে। বিগত কয়েক বছর ধরে ভেজাল ও দূষিত খাদ্য সম্পর্কে দেশের পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশন চ্যানেল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিনিয়ত কোন না কোন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়ে আসছে। যা দেখে জনগণের মনে খাদ্যপণ্যের নিরাপদতা নিয়ে শুধুমাত্র প্রশ্নই নয়, জনগণ রীতিমত আতংকিত হয়ে পড়েছে। এতে জনগণের কোন দোষ নেই, কারণ তাঁরা যা দেখে এবং শুনে তাই সরল মনে বিশ্বাস করে আতংকিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে মিডিয়া রিপোর্টার বা প্রতিবেদকগণ তাদের কাজের দায়িত্বের অংশ হিসেবে সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে এনে সমাধানের সৎ উদ্দেশ্যেই এসকল সমস্যা তাদের প্রতিবেদনে তুলে ধরেন এবং এটাই সকলের কাম্য। কিন্তু তাঁর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল বা দূষণের যে অবস্থা ঢালাওভাবে গণমাধ্যমে লিখা বা সচিত্র প্রতিবেদন আকারে প্রচারিত হয় তাঁর কতটা বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে আর কতটা ধারণাপ্রসূত?

কেননা একটি খাদ্য কতটা অনিরাপদ তথা রাসায়নিক বা অনুজৈবিক দূষক দ্বারা দূষিত, কিংবা ভেজালের কারণে কতটা নিম্ন-পুষ্টিমানের হলো তা জানতে হলে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ভেজাল বা দূষণের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে। বলা বাহুল্য, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সমৃদ্ধ খাদ্য পরীক্ষাগার, সুদক্ষ জনবল, পরিকল্পনা মাফিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সার্বিকভাবে আমাদের দেশের খাদ্যের নিরাপদতা কতটুকু সেটাও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে নিরূপণ করা হয়নি কখনো। সময় এসেছে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে ধাপে ধাপে বিভিন্ন সেক্টরের খাদ্যপণ্যের সার্বিক নিরাপদতার প্রকৃত অবস্থা বৈজ্ঞানিকভাবে নিরূপণ পূর্বক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এর স্থায়ী সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কর্মপরিকল্পনা- প্রতিকারের পাশাপাশি প্রতিরোধমূলক খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা

বিগত কয়েক দশক ধরে খাদ্যে ভেজাল ও দূষণের ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা বলতে আমরা যা দেখে এসেছি তা হলো খাদ্যে ভেজাল বা দূষণের কোন ঘটনা আমাদের নজরে আসলে আমরা তা তদন্তসাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করি। কিংবা ভ্রাম্যমান আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অভিযানের সময় ভেজাল মেশানো হচ্ছে বা ভেজালের সামগ্রী হাতেনাতে ধরা পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে অপরাধীকে কিছু জরিমানা করা, যা অপরাধের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। ভেজাল বা অনিরাপদ খাদ্য খাওয়ার ফলে মানব স্বাস্থ্যের যে ক্ষতিসাধন হয়, তাঁর কাছে এই গর্হিত অপরাধের শাস্তি হিসেবে অল্পকিছু জরিমানা কি গ্রহণযোগ্য? তাছাড়া প্রতিদিন খাদ্য প্রতিষ্ঠানে অভিযান কিংবা প্রতিটি খাদ্যপণ্য পরীক্ষা করে খাওয়া কি সম্ভব? একজন ভোক্তা কি সকল সময় "টেস্ট-কিট" নিয়ে হোটেল রেস্তোরাঁয় খেতে কিংবা বাজার থেকে পরীক্ষা করে প্রতিদিন খাদ্যপণ্য ক্রয় করতে পারবেন? পারবেন না, কারণ এটা বাস্তবসম্মত সমাধান নয়। অথচ শংকা, ভয়, আতংক কিন্তু থেকেই যাচ্ছে! এর সমাধান কি?

এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ৭২৮ জন নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকদের 'ঝুঁকিভিত্তিক খাদ্য পরিদর্শন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে যারা নিয়মিত খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এত করে খাদ্যে ভেজাল বা দূষণ সংক্রান্ত দুর্ঘটনা এড়িয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। অপরদিকে, মাঠে খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে বাজারে বিক্রয় পর্যন্ত খাদ্য-শৃঙ্খলের প্রতিটি ধাপে উৎকৃষ্ট উৎপাদন চর্চাসমূহ যথা, Good Agricultural Practices (GAP), Good Aquaculture Practices (GAQP), Good Manufacturing Practices (GMP), Good Hygienic Practice (GHP), ইত্যাদি অনুশীলন করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ এসকল সমস্যার স্থায়ী সমাধান। 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩'-এ ঠিক এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়ারকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। এতে করে খাদ্য অনিরাপদ হবার ঝুঁকি যেমন কমে আসে, তেমনি খাদ্যের পুষ্টিমানও বজায় থাকে প্রায় শতভাগ।

কর্তৃপক্ষের কর্মকৌশল ও সুদীপ্ত অগ্রযাত্রা

একটি আধুনিক নিরাপদ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক জনবল নিয়ে আন্তরিকতার সাথে বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মকৌশল অবলম্বন করে পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত এবং বাংলাদেশসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরে প্রণীত বৈশ্বিক দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য Sustainable Development Goals (SDGs) বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর দু'টি লক্ষ্যমাত্রায় ২০৩০-এর সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো; এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি, বায়ু, পানি, মাটি দূষণ ও সংক্রামক ব্যাধির কারণে মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে।

উক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইতোমধ্যে ৬টি লক্ষ্যমাত্রা সম্বলিত ৫ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে যাত্রা শুরু করে মাত্র ০৪ বছর বয়সের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা স